অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : হাবাক্কুক

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : হাবাক্কুক

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

নবী হাবাক্কুক সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। মনে করা হয় যে, তিনি নবী সফনিয় এবং ইয়ারমিয়ার সমসাময়িক নবী এবং সম্ভবত তিনি ইহিস্কেল এবং দানিয়াল নবীরও সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু অন্য কোন নবী তাঁর সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করেন নি। কিতাবের মধ্যে দুই বার তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (১:১; ৩:১) এবং স্পষ্ট তিনিই হলেন এই কিতাবের প্রধান চরিত্র। ২য় অধ্যায়ে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ হাবাক্কুককে আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি দর্শন লিপিবদ্ধ করেন এবং সম্ভবত তিনি ৩য় অধ্যায়টিও লিপিবদ্ধ করেন। এপোক্রিফার অন্তর্গত বেল ও ড্রাগন গ্রন্থে হাবাক্কুক সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে যে, যখন দানিয়াল সিংহের গর্তে ছিলেন তখন হাবাক্কুককে দানিয়ালের জন্য খাবার সরবরাহ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এই কাজ ঐতিহাসিক ভাবে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় নি।

সময়কাল

এই কিতাবের রচনার সময়কাল নির্ণয়ের একমাত্র সূত্র হল ব্যাবিলনীয়দের এহুদা আক্রমণের উক্তি (১:৬)। কিন্তু এই ঘটনা ভবিষ্যতে কত দিনের মধ্যে ঘটবে তা স্পষ্ট নয় (২:২-৩ আয়াত দেখুন)। যখন হাবাক্কুক কিতাব লিখছিলেন তখন ব্যাবিলনীয়রা আসন্ন ভীতি প্রদর্শন করার জন্য আবির্ভূত হয় নি, কিন্তু সম্ভবত তিনি তাদের প্রচ্ছন্ন ভীতি প্রদর্শন থেকে অনেক দূরে ছিলেন। আর তাই মনে করা হয় সম্ভবত হাবাক্কুকের সময়কাল ইউসিয়ার রাজত্বের (৬৪০-৬০৯ খ্রী.পূ) শেষ হওয়ার পর খুব বেশি দেরিতে আসে নি। বাদশাহ্ ইউসিয়ার পূর্বে অত্যন্ত দুষ্ট বাদশাহ্ মানশা এবং আমোনের নেতৃত্বে এহুদা চরমভাবে আল্লাহ্র কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং জাতি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছিল (২ বাদশাহ্ ২৩:২৬-২৭)। এহুদা নৈতিকভাবে এবং রূহানিকভাবে কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। তারা উচ্চস্থলীতে অর্থাৎ উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে বাল দেবতার পূজা করত, দেবতা মোলকের কাছে নিজেদের সন্তানদেরকে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে মারত, সূর্য দেবতার কাছে ঘোড়া কোরবানী করত এবং তারা এবাদতখানা ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেও কোন প্রতিকার করে নি। যদিও হিষ্কিয়ের স্বল্পকাল রাজত্বের সময় জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঈদুল ফেসাখ পুনঃপ্রবর্তিত করার মত চমৎকার কাজ তিনি করেছিলেন, তথাপি তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় ইসরাইল জাতি মন্দ পথে ফিরে যায়। উপরন্তু এ সময়টি ছিল রাজনৈতিকভাবে অশান্ত এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার সময়। আশেরিয়া অত্যন্ত

রূঢ়ভাবে এহুদার উপরে একশো বছর ধরে শাস্তি প্রদান করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে এবং বিশেষত কর আরোপ করে শাসন কার্য চালায়। কিন্তু আশেরীয়রা ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়তে থাকে এবং ব্যাবিলন শীঘ্রই বিশ্ব শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। হাবাক্কুক সম্ভবত পরবর্তী ঘটনাসমূহ দেখার জন্য বেঁচে ছিলেন: ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের দ্বারা নিনেভের ধ্বংস সাধন; ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হারোনের যুদ্ধ, যে যুদ্ধে বাদশাহ্ ইউসিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে মিসরীয়দের বাধা প্রদান করার চেষ্টা করতে গিয়ে মারা যান; কার্কেমিশের যুদ্ধে (৬০৫ খ্রী.পূ.) আশেরীয়দের সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ এবং সম্ভবত ৬০৫, ৫৯৭ ও ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের এহুদা আক্রমণের বিষয়ে তাঁর নিজের করা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

বিষয়বস্তু

কিতাবের শেষ ভাগ অনুসারে হাবাক্কুক একজন পরিবর্তিত মানুষ ছিলেন। তিনি অপেক্ষা করতে এবং আল্লাহ্র উপরে নির্ভর করতে শিখেছিলেন। তিনি সকল বিষয়ে আল্লাহ্র মহিমা সাধনের জন্য কাজ করতেন। হাবাক্কুক কাজ করতে পছন্দ করতেন। তিনি আল্লাহ্র ন্যায় বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু উভয় বিষয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর ন্যায় বিচার তাদের বোধশক্তির অনেক বাইরে। এহুদার উপরে হাবাক্কুকের শাস্তির বাণী লোকেরা ভাল ভাবে গ্রহণ করে নি, কারণ ভণ্ড নবীরা লোকদের কাছে এই কথা ঘোষণা করেছিল যে, আল্লাহ্ কখনো তাঁর মনোনীত লোকদেরকে শাস্তি দেবেন না। ফলে ইসরাইল জাতি গুনাহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্র ন্যায় বিচার এই দাবী করে যে, দুষ্টতার শাস্তি হবেই। তারা অবিশ্বাসী হলেও কিংবা তাঁর নিজের লোক হলেও তারা রেহাই পাবে না, মন্দতার শাস্তি হবেই।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধীয় কিতাব হিসেবে হাবাক্কুক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি কিতাব। এতে কখনোই সুস্পষ্টভাবে এহুদার লোকদের সম্বোধন করা হয় নি, কিন্তু এতে নবী এবং আল্লাহ্র মধ্যে অনেক বেশি কথোপকথনের বিষয় রয়েছে। প্রথম দুই অধ্যায় গঠিত হয়েছে হাবাক্কুকের মুনাজাতের বিষয় নিয়ে, কিংবা আরও পরিষ্কার করে বলা যায় নবী হাবাক্কুকের নালিশ এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এই

অংশে দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা হল মাবুদ আল্লাহ্‌র উত্তর। হাবাক্কুক দেখেছিলেন যে, এহুদার নৈতিক এবং রূহানিক অবস্থার দ্রুত অধিকতর অবনতি ঘটছে। আর এই বিষয়টি তাঁকে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এমন কি আল্লাহ্‌র উত্তরও তাঁকে আরও বেশি হতবুদ্ধি করে তোলে, কারণ "যারা অপেক্ষাকৃত কম দুষ্ট তাদের শাস্তি দেবার জন্য আরও অধিক দুষ্টদের ব্যবহার করে আল্লাহ্‌ কিভাবে উত্তম এবং ন্যায় কাজ করতে পারেন?" আল্লাহ্‌ এটি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, উভয় জাতি বিচারিত হবে এবং তাদের মন্দ কাজের জন্য তারা উপযুক্ত ভাবে শাস্তি পাবে। যদিও হাবাক্কুক পরিপূর্ণ ভাবে বুঝতে পারেন নি আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা এবং ন্যায় বিচারের মাধ্যমে প্রকৃত সমাধান হয়। যা তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি তা সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করার বিষয়টি তাঁকে শিখতে হয়েছিল। এই আল্লাহ্‌ই হাবাক্কুকের প্রশংসা এবং এবাদতে নিশ্চিতভাবে যোগ্য সম্মান লাভ করেছেন, যা কিতাবের শেষে বর্ণিত হয়েছে।

এহুদার ধার্মিকদের মধ্যে অনেকের অন্তরেই নিঃসন্দেহে এই নবীর কথা প্রতিধ্বণিত হয়েছিল। যে বিষয় দ্বারা হাবাক্কুক নিজেও কষ্ট পেয়েছিলেন, সেই একই বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাজ সাধিত হতে দেখে এবং কষ্ট পেতে দেখে তারা বিস্মিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌র বাণী তাদেরকে পুনরায় আশ্বস্ত করেছিল যে, তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জাতিদের সঙ্গে আচরণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করে থাকেন। ডেড সী ক্রোলের মধ্যে আবিষ্কৃত প্রথম দুই অধ্যায়ের উপর ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণস্বরূপ পাঠকদের কাছে এই কিতাবের চলমান প্রসঙ্গ রয়েছে।

প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

- আল্লাহ্‌ ধার্মিক এবং দয়াশীল, যদি তাঁর লোকেরা সব সময় তাঁর পথে নাও চলে তবুও (২:৪)।
- দুষ্টতার কাজের জন্য অবশেষে শাস্তি পেতেই হবে এবং ধার্মিকরা শেষে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার দেখতে পাবে (২:৫-২০)।
- আল্লাহ্‌ কোন কোন দুষ্ট জাতিকে অন্য দুষ্ট জাতিকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যবহার করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ উভয় জাতির বিচার করবেন (১:৬; ২:৫-২০)।
- প্রধান শব্দগুচ্ছে "ধার্মিক ঈমানের দ্বারা ধার্মিকতা লাভ করবে" এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল জীবনের পথ, যা আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের সামনে স্থাপন করেছেন। আর এই কথাটি ইঞ্জিল শরীফে তিন বার উদ্ধৃত হয়েছে (রোমীয় ১:১৭; গালাতীয় ৩:১১; ইবরানী ১০:৩৮)। প্রতিবার ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের অর্থের ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

আল্লাহ্‌ যে উপায়ে তাঁর লোকদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন এবং তাদের পবিত্র করেন তা ঈমানদারদের কাছে রহস্যময়। এমন কি আল্লাহ্‌ তাঁর কষ্ট ভোগ করা লোকদের ঈমান দেখাবার জন্য আহ্বান করেন যেন শেষে দুনিয়ার জন্য আল্লাহ্‌র যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা প্রকাশ পায় (২:৪, ১৪; ৩:১৭-১৯) – এই ঈমান যা ইঞ্জিল শরীফের লেখকেরা আরও বিকশিত করেছেন এবং এর পক্ষে তবলিগ করেছেন।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রথম দুটি অধ্যায় সংলাপের নাটকীয় ধরনের মধ্যে পড়ে; আরও পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, এই অংশটি হচ্ছে নবী হাবাক্কুক এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদান। আল্লাহ্‌র রূপশ্রী সম্পর্কে নবীর অভিমত (৩:৩-১৫) ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে বেশ গভীর চিন্তার খোরাক যোগায়। একটি ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের দ্বারা এই দর্শন প্রকাশ করা হয়েছে (৩:১৭-১৯)। সামগ্রিকভাবে সংলাপের উত্তম পুরুষের ধরন, কাল্পনিক ধর্মতত্ত্বীয় সাক্ষ্য কিতাবটিকে এমন ভাবে তৈরি করেছে যে, তা পড়লে মনে হবে যে এই কিতাবটি একটি ব্যক্তিগত দিনপঞ্জি।

কিতাবের শিল্প সৌন্দর্যের অংশ এই কিতাবের আদর্শ। নবী হাবাক্কুক দুই বার অভিযোগ করেছেন: আল্লাহ্‌র মনোযোগ দেবার সম্পর্কে দুই বার এবং মুনাজাত সম্পর্কে এক বার (৩ অধ্যায়)।

এই কিতাবে রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা দুটি দৈববাণী (১:৫-১১; ২:২-২০) এবং আল্লাহ্‌র একটি দর্শন (৩:৩-১৫)। প্রথম দুটি অধ্যায়ে দেখা যায় যে, নবীর ঈমানে বিঘ্ন ঘটেছে; ৩ অধ্যায়ে রয়েছে আনন্দ প্রকাশ। দুটি অধ্যায় আমাদের বলে যে, আল্লাহ্‌ কার্য নির্বাহ করেন। আল্লাহ্‌ প্রকৃতপক্ষে কে বা কেমন, তা এর পরের অধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে।

নবী হাবাক্কুকের সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য

৬২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

যদিও হাবাক্কুকের ভবিষ্যদ্বাণী বলার সঠিক সময়কাল নির্ধারণ করা খুব কঠিন, তথাপি এটি খুব সম্ভব যে, ব্যাবিলনের এহুদা আক্রমণের পূর্বে অল্প সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যা শুরু হয়েছিল ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই সময়ের মধ্যে আশেরীয় সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে এবং ব্যাবিলন মধ্য প্রাচ্যে প্রবল ক্ষমতাধর শক্তি হিসেবে তাদের স্থান নেবার জন্য উঠে আসে।

প্রধান আয়াত: হে মাবুদ, আমি তোমার বার্তা শুনলাম, ভয় পেলাম; হে মাবুদ, আমাদের কালে তোমার কাজ সজীব কর, আমাদের আমাদের কালে সেগুলো তুমি আবার কর; কোপের সময়ে করুণা স্মরণ কর" (৩:২)।

প্রধান প্রধান লোক: হাবাক্কুক, ব্যাবিলনীয়রা

প্রধান প্রধান স্থান: এহুদা

কিতাবটির রূপরেখা:

১) নবীর প্রশ্ন: কেন আল্লাহ্‌ এহুদাকে শাস্তি দিচ্ছেন না? (১:১-৪ আয়াত)

২) আল্লাহ্‌র উত্তর: তিনি এহুদাকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যাবিলনীয়দের ব্যবহার করবেন (১:৫-১১ আয়াত)

৩) নবীর প্রশ্ন: এহুদাকে শাস্তি দেবার জন্য কেন আল্লাহ্‌ তাদের চেয়ে আরও দুষ্ট জাতিকে ব্যবহার করছেন? (১:১২-১৭ আয়াত)

৪) আল্লাহ্‌র উত্তর: এহুদার সৎ লোকেরা বেঁচে থাকবে, কিন্তু অসৎ ব্যাবিলনীয়রা ধ্বংস হয়ে যাবে (২ অধ্যায়)

৫) নবীর মুনাজাত (৩ অধ্যায়)

হযরত হাবাক্কুক

হযরত হাবাক্কুক ৬১২-৫৮৮ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত এহুদাতে নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	এহুদার শেষ চার বাদশাহ্‌ ছিল মন্দ লোক যারা আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করেছিল এবং তাদের নিজেদের লোকদেরকে নিপিড়ন করেছিল। পরিশেষে খ্রীঃপূঃ ৫৮৬ সালের আগে এহুদাকে ধ্বংস করার আগে ব্যাবিলন এহুদাকে দুইবার আক্রমন করেছিল। এই সময়টি ছিল ভয়ের, নিপিড়ন, অত্যাচার, অনাচার এবং অনৈতিকতার।
মূল বার্তা	হাবাক্কুক বুঝতে পারেন নি যে কেন মনে হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ সমাজের মন্দতার জন্য কিছু করছেন না। তারপর তিনি বুঝেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখাই একমাত্র এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারে।
বার্তার গুরুত্ব	আল্লাহ্‌র পথসমূহ নিয়ে প্রশ্ন করার পরিবর্তে আমাদের বুঝা উচিত যে, তিনি সম্পূর্ণ ন্যায়বান এবং আমাদের বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তিনি সব কিছুর নিয়ন্ত্রনে আছেন এবং এক দিন মন্দতা একেবারেই ধ্বংস করা হবে।
সমসাময়িক নবীগণ	ইয়ারমিয়া (৬২৭-৫৮৬ খ্রীঃপূঃ), দানিয়াল (৬০৫-৫৩৬ খ্রীঃপূঃ), ইহিস্কেল (৫৯৩-৫৭১ খ্রীঃপূঃ)

কল্‌দীয়দের দৌরাত্ম্য ও দণ্ড

১ ১ হাবাক্কুক নবীর দৈববাণী; তিনি এই
দর্শন পান।
২ হে মাবুদ, কত কাল আমি আর্তনাদ
করবো, আর তুমি শুনবে না? আমি
দৌরাত্মের বিষয়ে তোমার কাছে কাঁদছি,
আর তুমি নিস্তার করছো না। ৩ তুমি কেন
আমাকে অধর্ম দেখাচ্ছ, কেন দুষ্কর্মের প্রতি
দৃষ্টিপাত করছো? লুটপাট ও দৌরাত্ম আমার
সম্মুখে হচ্ছে, বিরোধ উপস্থিত, ঝগড়া বেড়ে
উঠছে। ৪ তাই শরীয়ত নিস্তেজ হচ্ছে, বিচার
কোন মতে নিষ্পন্ন হচ্ছে না; কারণ দুর্জনেরা
ধার্মিককে ঘিরে থাকে, সেই কারণে বিচার
বিপরীত হয়ে পড়ে।
৫ তোমরা জাতিদের মধ্যে দৃষ্টিপাত কর,
নিরীক্ষণ কর এবং চমৎকার জ্ঞান লাভ করে
হতবুদ্ধি হও; যেহেতু আমি তোমাদের সময়ে
একটি কাজ করবো, তার বৃত্তান্ত কেউ
তোমাদেরকে জানালেও তোমরা বিশ্বাস
করবে না। ৬ কারণ দেখ, আমি
কল্‌দীয়দেরকে উঠাবো; তারা সেই নিষ্ঠুর ও
ত্বরান্বিত জাতি, যে পরের নিবাস সকল
অধিকার করার জন্য দুনিয়ার সর্বত্র ভ্রমণ
করে। ৭ তারা ত্রাসজনক ও ভয়ঙ্কর, তাদের
শাসন ও উন্নতি তাদেরই থেকে উৎপন্ন।
৮ তাদের ঘোড়াগুলো চিতাবাঘ থেকেও
দ্রুতগামী ও সন্ধ্যাকালীন নেকড়ে বাঘ
থেকেও হিংস্র; তাদের ঘোড়সওয়াররা
বেগমান; তাদের ঘোড়সওয়াররা দূর থেকে
আগত; ঈগল পাখি যেমন খাবারের খোঁজে
দ্রুতবেগে চলে, তেমনি তারা উড়ে চলে।
৯ তারা সকলে দৌরাত্ম্য করতে আসে, তারা
অগ্রসর হতে উন্মুখ; এবং তারা বন্দীদেরকে
বালুকণার মত একত্র করে। ১০ সেই জাতি
বাদশাহ্‌দেরকে বিদ্রূপ করে এবং
শাসনকর্তারা তার উপহাসের পাত্র; সে দৃঢ়

[১:১] নহূম ১:১।
[১:২] জবুর ৬:৩।
[১:৩] আইউ ৯:২৩।
[১:৪] আইউ ১৯:৭; ইশা ১:২৩; ৫:২০; ইহি ৯:৯।
[১:৫] প্রেরিত ১৩:৪১।
[১:৬] প্রকা ২০:৯।
[১:৭] ইশা ১৮:৭; ইয়ার ৩৯:৫-৯।
[১:৮] ইয়ার ৪:১৩।
[১:৯] হবক ২:৫।
[১:১০] ২খান্দান ৩৬:৬।

১:১ দর্শন। এখানে দুটি দর্শনের কথা পাওয়া যায় (আয়াত ৫-১১; ২:২-২০)। সাধারণত দর্শনের মধ্য দিয়েই নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী পেতেন। হিব্রু ভাষায় “ভবিষ্যদ্বাণী” (যার আরেকটি অর্থ “ভার,” কিন্তু সম্ভবত তা শুধুই উচ্চারণগত বিভ্রম) শব্দটি দিয়ে অনেক সময় আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে সতর্কবার্তা ও বেহেশতী প্রত্যাদেশ বোঝানো হত (দেখুন ইশা ১৩:১ আয়াত ও নোট; ১৫:১; ১৯:১; ২২:১), কিন্তু জাকা ৯:১; ১২:১; মালাখি ১:১ আয়াতে বলা হয়েছে এই দর্শন বা ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আশা সঞ্চিত থাকে। *হাবাক্কুক।* এই নামটি সম্ভবত ব্যাবিলনীয় এবং এই নামটির অর্থ সম্ভবত কোন উদ্যান বৃক্ষের নাম বুঝিয়ে থাকে। *নবী।* ৩:১ আয়াতেও হাবাক্কুককে একজন নবী বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে ১ ও ২ অধ্যায়ের সাথে ৩ অধ্যায়ের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। দেখুন হিজ ৩:৪; ৭:১-২; ১ বাদশাহ্‌ ২২:১৯; ইউনুস ৩:২; জাকা ১:১ আয়াত ও নোট।

১:২–২:২০ নবী হাবাক্কুক ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার কথোপকথন। মূল বিষয়বস্তু বহু প্রাচীন একটি বিষয়: কেন মন্দ লোকেরা শাস্তি না পেয়ে পার পেয়ে যায়? কেন আল্লাহ্‌ মানুষের মুনাজাতের উত্তর দেন না?

১:২ আর কতকাল ...? দেখুন জবুর ৬:৩ আয়াত ও নোট; ১৩:১-২; ২২:১-২ আয়াত। *জুলুম।* এই সময়ে এহুদা সম্ভবত বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের অধীনে শাসিত হত, যিনি ছিলেন স্বার্থান্বেষী, উচ্চাভিলাষী, নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিপরায়ণ। নবী হাবাক্কুক খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে এহুদায় প্রচলিত সামাজিক অন্যায্যতা ও রূহানিক ভ্রষ্টতার কথা বর্ণনা করেছেন।

১:৩ কেন তুমি অন্যায় সহ্য করছ? আয়াত ১৩ দেখুন। নবী এই ভেবে অবাক হচ্ছিলেন যে, আল্লাহ্‌ যেন এই অবিচার ও নিষ্ঠুরতা দেখেও না দেখার ভান করছেন। *আমার সামনে ধ্বংস ও জুলুম হচ্ছে।* নবী ইয়ারমিয়াও অনেক সময় এই একই ভাষায় আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করেছেন (ইয়ার ২০:৮ আয়াত দেখুন)।

১:৪ শরীয়ত শক্তিহীন হয়ে পড়েছে ... ন্যায়বিচার হচ্ছে না। কারণ সম্পদশালী কতিপয় ব্যক্তি ঘুষ দিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে কিনে রেখেছে (দেখুন মিকাহ্‌ ৩:১১; ৭:৩)।

১:৫ প্রেরিত পৌল পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় এই আয়াতটি উদ্ধৃত করার মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন (প্রেরিত ১৩:৪১ আয়াত দেখুন)। *তোমরা ... তোমরা ... তোমাদের।* এখানে সামষ্টিকভাবে পুরো এহুদা জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। *তোমরা বিশ্বাস করবে না।* এহুদার লোকদের কাছে এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে উদ্ধত ও অবিশ্বাসী ব্যাবিলনীয়দের হাতে তুলে দেবেন।

১:৬ আমি ব্যাবিলনীয়দের প্রস্তুত করছি। দেখুন ইশা ১০:৫-৬ আয়াত এবং ১০:৫ আয়াতের নোট। স্বধর্মত্যাগী এহুদা জাতির শাস্তি হিসেবে ব্যাবিলনীয় বাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করে বন্দী করবে। এই ব্যাবিলনীয় জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী, কারণ তারা ৬২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরিয়ার কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, ৬১২-৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আশেরীয়দের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তারাই ছিল ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বিশ্ব শক্তি। এই প্রেক্ষাপটে কলদীয় নামটি নব উত্থিত এই ব্যাবিলনীয়দের নামের সমার্থক। *অন্যদের দেশ অধিকার করবার জন্য ... যায়।* দেখুন ২:৬-৮ আয়াত ও নোট।

১:৭ নিজেরাই নিজেদের শরীয়ত তৈরী করে। যা প্রচণ্ড ঔদ্ধত্ব্যের চিহ্ন।

১:৮ ব্যাবিলনীয়রা যেভাবে দ্রুতগতিতে তাদের দুশমনদেরকে একে একে প্রতিহত করেছিল তা অনেকটা প্রবাদসম হয়ে উঠেছিল। *ঈগল।* দ্বি.বি. ২৮:৪৯-৫০ আয়াত দেখুন এবং ২৮:৪৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৯ জুলুম। ব্যাবিলনীয়দের জুলুম ও অত্যাচারের ধরন এহুদার লোকদের সাথে একেবারে মানানসই ছিল (দেখুন আয়াত ২ ও নোট; এর সাথে ৩ আয়াতও দেখুন)। *বালির মত অসংখ্য লোকদের বন্দী করে।* তাদের আগে যে আশেরীয়রা সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র ছিল তাদের মতই ব্যাবিলনীয়রাও লোকদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে বন্দী করে তাদের নিজেদের দেশে নিয়ে আসতো এবং ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করতো

BACIB
International Bible
CHURCH

দুর্গগুলোকে উপহাস করে ও মাটির ঢিবি
তৈরি করে তা হস্তগত করে। ১১ এভাবে সে
প্রচণ্ড বায়ুর মত হঠাৎ বইবে, অগ্রসর হবে,
আর দোষী হবে, নিজের শক্তিই তার
দেবতা।
১২ হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্‌, আমার
পবিত্রতম, তুমি কি অনাদিকাল থেকে নও?
আমরা মারা পড়বো না; হে মাবুদ, তুমি
বিচারের জন্যই ওকে নিরূপণ করেছ; হে
শৈল, তুমি শাসন করার জন্যই ওকে স্থাপন
করেছ। ১৩ তোমার চোখ এমন নির্মল যে
মন্দ দেখতে পার না এবং দুষ্কর্মের প্রতি তুমি
দৃষ্টিপাত করতে পার না, তবে
বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কেন দৃষ্টিপাত
করছো? আর দুর্জন নিজের চেয়ে ধার্মিক
লোককে গ্রাস করলে কেন নীরব থাক?
১৪ মানুষদেরকে সমুদ্রের মাছের মত কিংবা
শাসকবিহীন কীটের মত কেন কর? ১৫ সেই
সকলকে বড়শিতে তুলে, তাদেরকে নিজের
জালে ধরে, খালুইতে একত্র করে; এজন্য সে
আনন্দিত ও উল্লসিত হয়। ১৬ এজন্য সে তার
জালের উদ্দেশে কোরবানী করে ও তার

[১:১১] ইয়ার ৪:১১-১২।
[১:১২] পয়দা ২১:৩৩।
[১:১৩] জবুর ১৮:২৬।
[১:১৩] জবুর ২৫:৩।
[১:১৫] আইউ ১৮:৮; ইয়ার ১৬:১৬।
[১:১৬] ইয়ার ৪৪:৮।
[১:১৭] ইশা ১৪:৬; ১৯:৮।
[২:১] ইশা ২১:৮।
[২:২] ইশা ৩০:৮; ইয়ার ৩৬:২; ইহি ২৪:২; রোমীয় ৪:২৪; প্রকা ১:১৯।
[২:৩] দানি ১১:২৭।
[২:৪] রোমীয় ১:১৭; গালা ৩:১১; ইব ১০:৩৭-৩৮।

খালুইয়ের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়; কেননা তা
দ্বারা তার অংশ পুষ্ট ও তার খাদ্য মেদযুক্ত
হয়। ১৭ এজন্য সে কি তার জালের মধ্য
থেকে মাছ বের করতে থাকবে? ও করুণা
না করে জাতিদেরকে ধ্বংস করতেই
থাকবে?

নবীর অভিযোগের প্রতি আল্লাহ্‌র জবাব

২ ১ আমি আমার পাহারা-স্থানে দাঁড়াবো,
দুর্গের উপরে নিজেকে অবস্থান করবো;
আমার আবেদনের বিষয়ে তিনি আমাকে কি
বলবেন এবং আমি কি উত্তর দেব, তা দেখে
বুঝবো। ২ তখন মাবুদ জবাবে আমাকে
বললেন, এই দর্শনের কথা লেখ, সুস্পষ্ট
করে ফলকে খোদাই কর, যে পাঠ করে, সে
যেন দৌড়াতে পারে। ৩ কেননা এই দর্শন
এখনও নিরূপিত কালের জন্য ও তা
পরিণামের আকাঙ্ক্ষা করছে, আর মিথ্যে হবে
না; তার বিলম্ব হলেও তার অপেক্ষা কর,
কেননা তা অবশ্য উপস্থিত হবে, যথাসময়ে
পূর্ণ হবে, বিলম্ব করবে না। ৪ দেখ, তার
প্রাণ অহংকারে ফুলে উঠেছে, তার অন্তর
সরল নয়, কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি তার ঈমান

(আয়াত ২:৫)।

১:১০ মাটির ঢিবি তৈরী করে। আক্রমণ করার একটি পদ্ধতি।

১:১১ তাদের কাছে তাদের শক্তিই হল তাদের দেবতা। ব্যাবিলনীয়রা তাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে এতটাই অহঙ্কারী ছিল যে, এই সামরিক শক্তিই তাদের কাছে তাদের দেবতা হয়ে উঠেছিল (আয়াত ১৬ দেখুন)।

১:১২ নবী হাবাক্কুক বুঝতে পারছিলেন না এহুদার চেয়েও মন্দ আরেকটি জাতির হাতে শাস্তি পাওয়ার মধ্য দিয়ে এহুদার উপরে কীভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও ভেবেছেন যে, ব্যাবিলনীয়রা নিশ্চয়ই এহুদাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে পারবে না। *তুমি কি চিরস্থায়ী নও?* দেখুন জবুর ৯০:২ আয়াত। *তুমি ব্যাবিলনীয়দের নিযুক্ত করেছ।* নবী হাবাক্কুক বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ই ব্যাবিলনকে তাঁর বিচারের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছেন (তুলনা করুন ইশা ৭:১৮-২০; ৪৪:২৮–৪৫:১ আয়াত)। *আশ্রয় পাহাড়।* দেখুন ১ শামু ২:২ আয়াত ও নোট।

১:১৩ ইসরাইল জাতির ঈমানের জায়গা থেকে এই দুষ্টদের আক্রমণ সংক্রান্ত প্রশ্ন: কেন একজন ন্যায্য ও পবিত্র আল্লাহ্‌ মন্দ ও দুষ্টদেরকে এভাবে যথেচ্ছ বৃদ্ধি পেতে দিচ্ছেন? দেখুন জবুর ৩৭; ৭৩ অধ্যায় ও নোট। *কেন তুমি চুপ করে থাক?* আয়াত ৩ ও নোট দেখুন। *বেঈমান ... দুষ্টেরা।* ব্যাবিলনীয়রা। *তাদের চেয়ে ভাল লোক।* এহুদা।

১:১৫ বড়শী। আমোস ৪:২ আয়াতের নোট দেখুন। *জাল দিয়ে তাদের ধরে।* ব্যাবিলনীয়দের হাতে আক্রান্ত মানুষেরা জালে আটকা পড়া মাছের মতই অসহায়। মেসোপটেমিয়া থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত অনেক ক্ষোদাই চিত্র কর্মে দেখা যায় বন্দী শত্রুদেরকে জালের মধ্যে করে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য।

১:১৬ দেখুন আয়াত ১১ ও নোট।

২:১ দেখুন ইহি ৩:১৭ আয়াত ও নোট। *আমি আমার পাহারা-স্থানে দাঁড়াব।* এই চিত্রে দেখানো হয়েছে একজন সতর্ক প্রহরী তার পাহারা দেওয়ার স্থানে দাঁড়িয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এবং যে কোন মুহূর্তে বিপদ আসার আশঙ্কা করছে। যে কোন মুহূর্তে নবীকে আল্লাহ্‌র বিচার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার জন্য ভর্ৎসনা শুনতে হতে পারে (এনআইভি টেক্সট নোট দেখুন)। *দেয়ালের উপরে জায়গা নেব।* জেরুশালেম নগরীর দেয়াল। *তিনি।* মাবুদ আল্লাহ্‌।

২:২-৩ দর্শনের কথা। দেখুন ১ খান্দান ১৭:১৫; মেসাল ২৯:১৮ আয়াত ও নোট। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে বিশেষভাবে একজন নবীর দর্শনকে বোঝানো হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ইশা ১:১ আয়াত ও নোট)।

২:২ লেখ। ইশা ৩০:৮; ইয়ার ৩৬:২ আয়াত ও নোট দেখুন। *যাতে তা সহজে পড়া যায়।* আক্ষরিক অর্থে "যেন এই সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে," অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি এই বার্তা পাঠ করবে তারা দ্রুত অন্যদেরকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেবে।

২:৩ পূর্ণ হবে। ব্যাবিলনীয়দের ধ্বংস সাধন। তবে অনেকে মনে করেন এখানে সময় থেমে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ্‌র নাজাত দানের সমস্ত উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সাধিত হয়ে যাবে। *তার জন্য অপেক্ষা কর।* এখানে যে বার্তা বলা হবে সেখানে ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের দ্বারা জেরুশালেমের পতনের কথা বলা হয়েছে, যা নবী হাবাক্কুকের ভবিষ্যদ্বাণী বলার প্রায় ৬৬ বছর পরে ঘটবে। মাবুদ আল্লাহ্‌ হাবাক্কুককে (এবং এহুদাকে) বলছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেতে দেরি হতে পারে এবং লোকেরা যেন এর জন্য অপেক্ষা করে (৩:১৬ আয়াত দেখুন)।

২:৪ তার প্রাণ অহংকারে ফুলে উঠেছে। সমষ্টিগতভাবে পুরো ব্যাবিলন সাম্রাজ্যকে বোঝানো হলেও মূলত এখানে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌কে বোঝানো হয়েছে। *কিন্তু।* এখানে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার চিন্তা সৎ ছিল না। *ধার্মিক ... তার বিশ্বস্ততার দরুন বেঁচে থাকবে।* ইহি ১৮:৯;

দ্বারাই বাঁচবে।
৫ বস্তুত মদ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা
করেছে; সে অভিমানী বীর, সে ঘরে থাকে
না; সে পাতালের মত অপরিমিত লোভী, সে
মৃত্যুর মত, তৃপ্ত হয় না, কিন্তু সর্বজাতিকে
একত্র করে আত্মসাৎ করে এবং
সর্বলোকবৃন্দকে নিজের কাছে সংগ্রহ করে।
৬ তারা সকলে কি তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত কথা
ও তার বিষয়ে পরিহাসজনক প্রবাদ উত্থাপন
করবে না? লোকে বলবে,

"ধিক্ তাকে, যে পরধনে বর্দ্ধিষ্ণু হয়—
কত দিন হবে?—
আর যে বন্ধকী দ্রব্যের ভারে ভারী
হয়।"

৭ যারা তোমাকে দংশন করবে, তারা কি
হঠাৎ উঠবে না? যারা তোমাকে সঞ্চালন
করবে, তারা কি শীঘ্র জাগবে না? তখন তুমি
তাদের লুণ্ঠিত বস্তু হবে। ৮ তুমি অনেক
জাতির সম্পত্তি লুট করেছ; এই কারণে
জাতিদের সমস্ত শেষাংশ তোমার সম্পত্তি লুট
করবে; এর কারণ হল মানুষের রক্তপাত
এবং দেশ, নগর ও সেখানকার অধিবাসীদের
প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য। ৯ ধিক তাকে যে তার
কুলের জন্য অন্যায় লাভ সংগ্রহ করে, যেন
উচ্চে বাসা করতে পারে, যেন অমঙ্গলের
হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে।
১০ অনেক জাতিকে উচ্ছিন্ন করাতে তুমি
তোমার কুলের লজ্জাজনক মন্ত্রণা করেছ ও
তোমার প্রাণের বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছ।
১১ কেননা দেয়ালের মধ্য থেকে পাথর
কাঁদবে ও কাঠের মধ্য থেকে কড়ি-বরগা
তার উত্তর দেবে।

১২ ধিক্ তাকে, যে রক্তপাত করে নগর
গাঁথে,
যে অন্যায় দ্বারা নগর সংস্থাপন করে।

১৩ দেখ, এ কি বাহিনীগণের মাবুদ থেকে
হয় না যে, লোকবৃন্দ আগুনের জন্য পরিশ্রম
করে এবং জাতিরা অসারতার জন্য ক্লান্ত
হয়? ১৪ কারণ সমুদ্র যেমন পানিতে আচ্ছন্ন,
তেমনি দুনিয়া মাবুদের মহিমাবিষয়ক জ্ঞানে
পরিপূর্ণ হবে।

১৫ ধিক্ তাকে, যে তার প্রতিবেশীকে পান

[২:৫] মেসাল ২০:১।
[২:৬] আমোষ ২:৮।
[২:৭] মেসাল ২৯:১।
[২:৮] ইশা ৩৩:১; ইয়ার ৫০:১৭-১৮; ওব ১:১৫; জাকা ২:৮-৯।
[২:৯] ইয়ার ২২:১৩।
[২:৯] ইয়ার ৫১:১৩।
[২:১০] ইয়ার ২৬:১৯।
[২:১১] ইউসা ২৪:২৭; জাকা ৫:৪; লূক ১৯:৪০।
[২:১২] ইহি ২২:২; মীখা ৩:১০।
[২:১৩] ইশা ৫০:১১।
[২:১৪] হিজ ১৬:৭; শুমারী ১৪:২১।
[২:১৫] মেসাল ২৩:২০।

এর সাথে ইশা ২৬ অধ্যায়, বিশেষ করে ১-৬ আয়াত দেখুন। আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের আলোকে কীভাবে এবং কখন তিনি কাজ করবেন তা দেখার জন্য তাঁর লোকদের অবশ্যই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং ঈমানে জীবন ধারণ করতে হবে – সার্বজনীন ও সার্বভৌম আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান স্থাপন করতে হবে। এই অংশটিকে ইঞ্জিল শরীফে বেশ কয়েকবার উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে লোকেরা কীভাবে ঈমানের মধ্য দিয়ে জীবন পায় সে বিষয়ে (রোমীয় ১:১৭; গালা ৩:১১; তুলনা করুন ইফি ২:৮ আয়াত ও নোট) এবং কীভাবে ঈমানে জীবন ধারণ করতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (ইব ১০:৩৮-৩৯; ১১:৭)। পয়দা ১৫:৬ আয়াতের সাথে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে রোমীয় ৪:৩, ৯, ২২-২৩; গালা ৩:৬; ইয়াকুব ২:২৩ আয়াত দেখুন ও ২:২১ আয়াতের নোট দেখুন) এই আয়াতটি মিলে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছিল। জাতিগত উদ্ধারের ক্ষেত্রে যে নীতি প্রযোজ্য, তা রূহানিক উদ্ধার, তথা নাজাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২:৫ কবরের মত লোভী। কবর কখনো বলে না, এবার যথেষ্ট হয়েছে! (মেসাল ৩০:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ৪৯:১৪; ইশা ৫:১৪ আয়াতের নোটও দেখুন)।

২:৬-২০ এই অংশটি মূলত আয়াত ৪ এর একটি বিধৃতাংশ (৩:১ আয়াতের নোট দেখুন), যা দশটি করে (হিব্রু) পঙক্তির মোট দুটি ভাগে বিভক্ত (আয়াত ৬-১৪ এবং ১৫-২০ দেখুন). প্রত্যেক অংশে রয়েছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক বক্তব্য (আয়াত ১৪, ২০)। এই বক্তব্যগুলো এক সাথে ব্যাবিলনের বিপক্ষে পাঁচটি ধিক্কার ঘোষণা করেছে (আয়াত ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৯; তুলনা করুন ইশা ৫:৮-২৩; মথি ২৩:১৩-৩২; লূক ৬:২৪-২৬; প্রকা ৯:১২; ১১:১৪ আয়াত)। এছাড়া প্রথম ও চতুর্থ "ধিক্কার" একটি অপরদিকে প্রতিফলিত করেছে (আয়াত ৮, ১৭ দেখুন)।

২:৬ তারা সবাই তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। ব্যাবিলনের হাতে আক্রান্তদের কথা বলা হচ্ছে, বিশেষ করে এহুদার কথা, যে ব্যাবিলনকে চরমভাবে বিদ্রূপ করবে (ইশা ১৪:৪ আয়াত দেখুন)। *ঘৃণ্য সে।* ব্যাবিলনের প্রচণ্ড লোভ আসলেই ঘৃণার যোগ্য।

২:৮ তুমি মানুষের রক্তপাত করেছ। আয়াত ১৭ দেখুন। এ কারণে ব্যাবিলনের রক্তপাত করা হবে (পয়দা ৯:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:৯ ঘৃণ্য সে। বাসস্থান বা ভবন নির্মাণে ব্যাবিলনের অহঙ্কারের জন্য তাকে ধিক্কার জানানো হয়েছে (দেখুন আয়াত ১২; তুলনা করুন ইয়ার ২২:১৩)। *যাতে সে নিরাপদে থাকতে পারে।* ব্যাবিলনীয়রা এমনভাবে তাদের নগর, প্রাসাদ, দুর্গ ও বাসভবন নির্মাণ করেছিল যেন কেউ কখনো আক্রমণ করে তাদেরকে প্রতিহত করতে না পারে (ইশা ১৪:৪, ১৩-১৫; তুলনা করুন ওবদিয় ৩-৪)।

২:১১ পাথরগুলো ... নালিশ জানাবে এবং ঘরের স্তম্ভগুলো। ব্যাবিলনের প্রত্যেকটি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর ও স্তম্ভ কেনা হয়েছে লুটের অর্থে এবং এতে করে তাদের হাতের তৈরি কাজই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। তুলনা করুন লূক ১৯:৪০ আয়াত।

২:১২ ঘৃণ্য সে। ব্যাবিলনের অবিচার ও অন্যায় আচরণের জন্য তাদেরকে ধিক্কার জানানো হয়েছে। তুলনা করুন মিকাহ্ ৩:১০; জাকা ৮:১৬ আয়াত ও নোট।

২:১৩ আগুনে পুড়ে যাবে। ব্যাবিলনীয়দের পরিশ্রমে গড়ে তোলার নগরী (আয়াত ১২) পুড়ে যাবে (দেখুন ইয়ার ৫১:৫৮ ও নোট)।

২:১৪ নবী হাবাক্কুক ইশা ১১:৯ আয়াত উদ্ধৃত করেছেন এবং তার ভাষা আরও ব্যাপৃত করেছেন। মাবদ আল্লাহ্ ভবিষ্যতে অহঙ্কারী ব্যাবিলনকে ধ্বংস করবেন এবং সেই সাথে তার সমস্ত দুনিয়াবী গৌরব ও অহঙ্কারও তিনি মাটিতে মিশিয়ে দেবেন (হিজ ১৪:৪, ১৭-১৮; প্রকাশিত ১৭:১–১৯:৪)।

২:১৫ তুলনা করুন পয়দা ৯:২০-২২ আয়াত। *ধিক্ তাকে।* এখানে ব্যাবিলনীয়দের নৃশংসতাকে ঘৃণ্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্যাবিলন তার প্রতিবেশী জাতিদের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, তাদের সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিঃশেষ করে

করায়;
তুমি ভাণ্ডে তোমার বিষ মিশিয়ে থাক,
আবার তাকে মাতাল করে থাক,
যেন তুমি তাদের উলঙ্গতা দেখতে
পাও।
১৬ তুমি সম্মানের পরিবর্তে অপমানেই
পরিপূর্ণ হয়েছ; তুমিও পান করে উলঙ্গ হও;
মাবুদের ডান হাতের পানপাত্র তোমার দিকে
ফিরান যাবে ও তোমার গৌরবের উপরে
জঘন্য লজ্জা উপস্থিত হবে। ১৭ কারণ
লেবাননের প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য তোমাকে
আচ্ছন্ন করবে ও পশুদের সংহার তোমার
ত্রাস জন্মাবে; এর কারণ মানুষের রক্তপাত
এবং দেশ, নগর ও সেখানকার অধিবাসীদের
প্রতি কৃত দৌরাত্ম্য।
১৮ খোদাই-করা মূর্তিতে উপকার কি যে,
তার নির্মাতা তা ক্ষোদাই করে? ছাঁচে ঢালা
মূর্তি ও মিথ্যার শিক্ষকেই বা উপকার কি যে,
নিজের নির্মিত বস্তুর নির্মাতা তাতে বিশ্বাস
করে নির্বাক মূর্তি তৈরি করে?
১৯ ধিক্ তাকে,
যে কাঠকে বলে, তুমি জাগ, নির্বাক পাথরকে
বলে, তুমি ওঠ। সে কি শিক্ষা দেবে? দেখ,
সে সোনা ও রূপায় মোড়ানো, তার অন্তরে
শ্বাসবায়ুর লেশমাত্রও নেই।
২০ কিন্তু মাবুদ
তাঁর পবিত্র এবাদতখানায় আছেন; সমস্ত
দুনিয়া তাঁর সম্মুখে নীরব থাক।

[২:১৬] ইহি ২৩:৩২-৩৪; হোশেয় ৪:৭। [২:১৬] জবুর ১৬:৫; ইশা ৫১:২২। [২:১৭] ইয়ার ৫০:১৫। [২:১৮] কাজী ১০:১৪; ইশা ৪০:১৯; ইয়ার ৫:২১; ১৪:২২। [২:১৮] জবুর ১১৫:৪-৫; ইয়ার ১০:১৪; ১করি ১২:২। [২:১৯] ১বাদশা ১৮:২৭। [২:১৯] দানি ৫:৪, ২৩; হোশেয় ৪:১২। [২:২০] জবুর ১১:৪। [৩:২] আইউ ২৬:১৪; জবুর ৪৪:১। [৩:৩] পয়দা ৩৬:১১, ১৫।

হযরত হাবাক্কুকের মুনাজাত

৩ হাবুক্কুক নবীর মুনাজাত। স্বর,
শিগিয়োনোৎ।
২ হে মাবুদ, আমি তোমার বার্তা শুনলাম,
ভয় পেলাম;
হে মাবুদ, আমাদের কালে তোমার
কাজ সজীব কর,
আমাদের আমাদের কালে সেগুলো
তুমি আবার কর;
কোপের সময়ে করুণা স্মরণ কর।
৩ আল্লাহ্ তৈমন থেকে আসছেন,
পারণ পর্বত থেকে পবিত্রতম
আসছেন।
আসমান তাঁর প্রভায় সমাচ্ছন্ন,

দিয়েছে (তুলনা করুন পরবর্তী সময়ে জেরুশালেমের প্রতি ব্যাবিলন কী আচরণ করেছিল, ২ বাদশাহ্ ২৫:৮-২১)। ব্যাবিলনকে এমন একজনের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে তার প্রতিবেশীদেরকে মদ খাইয়ে মাতাল করে তোলে, যাতে সে তাদের উলঙ্গতা দেখতে পায়।

২:১৬ লজ্জায় পরিপূর্ণ হবে ... উলঙ্গ হও। মাবুদ আল্লাহ্ ব্যাবিলনের প্রতি ঠিক সেগুলোই ঘটাবেন যা সে অন্যদের ক্ষেত্রে করেছিল (ওবদিয়া ১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *মাবুদের ডান হাতের গজবের পেয়ালা।* একটি খোদায়ী প্রতিশোধের চিহ্ন (দেখুন জবুর ১৬:৫ আয়াত ও নোট; ইশা ৫১:১৭, ২১-২২; ইয়ার ২৫:১৫-১৭; মাতম ৪:২১; প্রকাশিত ১৪:১০ আয়াত ও নোট; ১৬:১৯; এর সাথে দেখুন নাহূম ৩:১১ আয়াত)।

২:১৭ লেবাননের উপর তুমি যে জুলুম করেছ। ব্যাবিলনীয়রা সম্ভবত তাদের মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করার জন্য লেবাননের এরস গাছের বন কেটে উজাড় করে দিয়েছিল (ইশা ১৪:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পশুদের মেরে ফেলেছ।* আশেরীয়দের সাহিত্য লিপি থেকে জানা যায় যে, লেবাননের বনাঞ্চলে পশু শিকার করা হত এবং ব্যাবিলনীয়রা সম্ভবত এই শিকারকে অতি চরম মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল। ব্যাবিলনীয়রা শুধু যে জমি ও নগর বিনষ্ট করেছিল তা নয়, তারা সৃষ্টির সব ধরনের উপাদান ধ্বংস করে দিত। *তুমি তো মানুষের রক্তপাত করেছ।* দেখুন আয়াত ৮ ও নোট।

২:১৮ প্রতিমা। এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দটির অর্থ "ক্ষুদ্র দেবতা" বা "অশরীরী" (তুলনা করুন ইশা ৪১:২৯; ৪৪:৯; ইয়ার ১০:১৫ আয়াত এবং এর সাথে হিজ ২০:৪-৫ আয়াতে প্রতিমা পূজার জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তা দেখুন; আরও দেখুন জবুর ১১৫:৪-৭ আয়াত ও নোট)।

২:১৯ ঘৃণ্য সে। ব্যাবিলনীয়দের মূর্তি পূজাকে এখানে ঘৃণা করা হয়েছে। *জেগে উঠতে বলে।* এর সাথে তুলনা করুন কর্মিল পর্বতে নবী ইলিয়াস কীভাবে বাল দেবতার উপাসকদের তিরস্কার ও বিদ্রূপ করেছিলেন (১ বাদশাহ্ ১৮:২৭ আয়াত দেখুন)।

২:২০ মাবুদ তাঁর পবিত্র ঘরে আছেন। মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর বেহেশতী এবাদতখানা থেকে (তুলনা করুন ইউনুস ২:৭) প্রত্যেকটি মানুষকে তার ধার্মিকতা অনুসারে বিচার করছেন (জবুর ১১:৪-৭ আয়াত ও নোট দেখুন; মিকাহ্ ১:২)। *সমস্ত দুনিয়া তাঁর সামনে নীরব থাকুক।* জাতিগণের পাথর ও কাঠের তৈরি মূর্তিগুলো (আয়াত ১৯) মাবুদ আল্লাহ্‌র বেহেশতী বিচারের সামনে দাঁড়িয়ে নীরব হয়েই থাকবে (দেখুন সফ ১:৭; জাকা ২:১৩; তুলনা করুন আমোস ৬:১০; ৮:৩ আয়াত ও নোট)।

৩:১ মুনাজাত। মূলত শুধুমাত্র এই অধ্যায়ের ২ আয়াতে ফরিয়াদের সুর খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য অনেক গজলের মত এটি প্রকৃতপক্ষে মাবুদের প্রতি ঈমান ও আস্থা (আয়াত ১৬-১৯) প্রকাশের একটি গজল সঙ্কলন (আয়াত ৩-১৫)। বস্তুত নবী হাবাক্কুকের মুনাজাত, যেটি ২:৪ আয়াতের বক্তব্যের বিধৃত রূপ (২:৬-২০ আয়াতের নোট দেখুন), সেটিও গজল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে গজলের মত শিরোনামটি লক্ষ্য করুন (আয়াত ১) এবং সেই সাথে গজলের সুর ও তালের বিশেষ উল্লেখ লক্ষ্য করুন (আয়াত ১, ৩ [এই আয়াতের এনআইভি টেক্সট নোট দেখুন], ৯, ১৩, ১৯)। *নবী।* দেখুন ১:১ আয়াত ও নোট। *হাবাক্কুকের ছন্দ।* এই ছন্দের নাম শিগিয়োনথ; জবুর ৭ গজলের শিরোনাম ও নোট দেখুন।

৩:২ তোমার কাজের কথা শুনে ভয় পেলাম। দেখুন জবুর ৪৪:১; ৭৮:৩ আয়াত। ৩-১৫ আয়াতে নবী হাবাক্কুক এখানে মাবুদ আল্লাহ্‌র মহা পরাক্রমী কাজের কথা ঘোষণা করেছেন, আরও পূর্ব কালে তিনি যে সমস্ত অনুগ্রহের কাজ করেছিলেন, যে সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা এবাদতখানায় মানুষ শুনতে পায় সেগুলোর কথাই তিনি আবারও বলছেন (আয়াত ১৬ দেখুন)।

৩:৩ আল্লাহ্ ... আসছেন। হিজরতের ঈদ উদযাপন করার সময় পুরাতন নিয়মের গজল রচয়িতাগণ আল্লাহ্‌র বিভিন্ন পরাক্রমী কাজের কথা এবং তাঁর ভয়ঙ্কর বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় ঘটান। তিনি তাঁর বেহেশতী বাহিনী নিয়ে মেঘের রথে করে আসবেন। তাঁর হাতে থাকবে তীর ধনুক (বজ্র বিদ্যুৎ; জবুর ১৮:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। তিনি পৃথিবীর উপরে প্রচণ্ড বর্ষণমুখর মেঘ পাঠাবেন এবং সমস্ত পর্বত তাঁকে সামনে দেখে

দুনিয়া তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ।
৪ তাঁর তেজ আলোর মত,
তাঁর হাত থেকে কিরণ বের হয়;
ঐ স্থান তাঁর পরাক্রমের অন্তরাল।
৫ তাঁর আগে আগে মহামারী চলে,
তাঁর পদচিহ্ন দিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার গমন
করে।
৬ তিনি থামলেন এবং দুনিয়াকে নাড়ালেন,
তিনি দৃষ্টিপাত করলেন এবং
জাতিদেরকে কাঁপিয়ে তুললেন;
সনাতন পর্বতগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হল,
চিরন্তন পাহাড়গুলো নত হল;
অনাদিকাল থেকে তাঁর গতি।
৭ আমি দেখলাম, কুশনের তাঁবুগুলো ক্লিষ্ট,
মাদিয়ান দেশীয় পর্দাগুলো কেঁপে
উঠলো।
৮ মাবুদ কি নদ-নদীর প্রতি বিরক্ত হলেন,
তোমার গজব কি নদ-নদীর উপরে
বর্তিল,
সমুদ্রের প্রতি কি তোমার কোপ হল যে,
তুমি তোমার ঘোড়াগুলোতে আরোহণ
করলে?
তোমার বিজয়ী রথগুলোতে আরোহণ
করলে?
৯ তুমি তোমার ধনুক একেবারে অনাবৃত
করেছ,

[৩:৪] ইশা ১৮:৪।
[৩:৫] লেবীয় ২৬:২৫।
[৩:৬] জবুর ৪৬:২।
[৩:৭] পয়দা ২৫:২; শুমারী ২৫:১৫; কাজী ৭:২৪-২৫।
[৩:৮] ২বাদশা ২:১১; জবুর ৬৮:১৭।
[৩:৯] দ্বি:বি ৩২:২৩; জবুর ৭:১২-১৩।
[৩:১০] জবুর ৭৭:১৬।
[৩:১১] ইউসা ১০:১৩।
[৩:১১] জবুর ১৮:১৪। [৩:১২] ইশা ৪১:১৫।
[৩:১৩] জবুর ৬৮:২১; ১১০:৬।
[৩:১৪] কাজী ৭:২২।

তোমার কালাম অনুসারে শাস্তি দেবার
জন্য দণ্ডগুলো শপথ করেছে।
[সেলা]
তুমি ভূতলকে বিদীর্ণ করে নদ-নদীময়
করলে।
১০ পর্বতমালা তোমাকে দেখে কেঁপে
উঠলো,
প্রচণ্ড জলরাশি বয়ে গেল,
গহ্বর তার আওয়াজ উঁচুতে তুললো,
তার ঢেউগুলো উপরে তুলল।
১১ সূর্য ও চন্দ্র স্ব স্ব বাসস্থানে দাঁড়িয়ে
থাকলো,
তোমার দ্রুতগামী বাণগুলোর
আলোতে,
তোমার বজ্ররূপ বর্শার তেজে।
১২ তুমি ক্রোধে ভূতল দিয়ে গমন করলে,
কোপে জাতিদেরকে শস্যের মত মাড়াই
করলে।
১৩ তুমি যাত্রা করলে, তোমার লোকদের
উদ্ধার করার জন্য,
তোমার অভিষিক্ত লোকের উদ্ধারের
জন্য;
তুমি দুষ্টের বাড়ির মাথা চূর্ণ করলে,
গলা পর্যন্ত তার মূল অনাবৃত করলে।
১৪ তুমি তার যোদ্ধাদের মাথা তারই দণ্ড
দ্বারা বিদ্ধ করলে;

তীব্রভাবে কাঁপতে থাকবে (দেখুন কাজী ৫:৪-৫; জবুর ১৮:৭-১৫; ৬৮:৭-১০; ৭৭:১৬-১৯; মিকাহ্ ১:৩ আয়াত ও নোট)। *তৈমন।* এই নামের অর্থ "দক্ষিণে দেশ"। চিত্রকল্পে ধারণা করা হয়েছে যে, মাবুদ আল্লাহ্ এহুদার দক্ষিণ দিক থেকে আসবেন। *পারণ পাহাড়।* দ্বি.বি. ৩৩:২ আয়াত ও নোট দেখুন; সম্ভবত অকবা উপসাগরের উত্তর পশ্চিম এবং কাদেশ বর্ণেয়ের ক্ষিণ দিকে, ইদোম ও সীনয়ের মাঝে। সেলা সম্পর্কে জানার জন্য জবুর শরীফের ভূমিকা: রচয়িতা ও শিরোনাম দেখুন। *দুনিয়া তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ।* দেখুন আয়াত ২:১৪ ও নোট।

৩:৫ মহামারী ... রোগ। এর অর্থ বেহেশতী শাস্তি (তুলনা করুন হিজ ৭:১৪–১২:৩০; লেবীয় ২৬:২৫; জবুর ৯১:৩, ৬ আয়াত)।

৩:৬ অনেকবারই ভূমিকম্পকে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির চিহ্ন হিসেবে দেখানো হয়েছে (দেখুন হিজ ১৯:১৮; জবুর ১৮:৭; ইয়ার ৪:২৪; ১০:১০; নাহূম ১:৫)। এখানে ভূমিধ্বসের কথাও পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হতে পারে।

৩:৭ কুশন ... মাদিয়ান। আরবীয় গোষ্ঠীগুলো ইদোমের কাছে বসবাস করতো। *দুর্দশা ... কাঁপছে।* হযরত মূসার নেতৃত্বে ইসরাইল জাতি যখন মিসরীয়দের হাত থেকে উদ্ধার লাভ করেছিল, তখন তাদের প্রতিবেশীরা সকলে ভয়ে কেঁপে উঠেছিল ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয়েছিল (দেখুন হিজ ১৫:১৪-১৬; ইউসা ২:৯-১০)।

৩:৮ নীল নদে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হয়েছে (হিজ ৭:২০-২৪ আয়াত দেখুন) এবং হয়তো একই সাথে জর্ডান নদীর স্রোত থামিয়ে দেওয়ার কথাও এখানে বলা হয়েছে (ইউসা ৩:১৫-১৭), এর সাথে সম্ভবত লোহিত সাগর পার হওয়ার বিষয়টিও বলা হয়েছে (হিজ ১৪:১৫-৩১ আয়াত দেখুন)।

৩:৯ ধনুক। সম্ভবত বেহেশতী ধনুকধারীদের ছুঁড়ে মারা বজ্র বিদ্যুতের কথা বলা হচ্ছে (জবুর ১৮:১৪ আয়াত ও নোট; ১৪৪:৬ আয়াত দেখুন)। *নদনদী।* যা বজ্রপাতের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

৩:১১ সূর্য ও চাঁদ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবত এখানে গিবিয়োনে বিজয় লাভের বিষয়ে বলা হয়েছে (ইউসা ১০:১২-১৩ আয়াত দেখুন এবং ১০:১৩ আয়াতের নোট দেখুন), যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র দুশমনদের উপরে তাঁর বিজয় লাভ এই ঘটনার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হবে।

৩:১২ পায়ে মাড়ালে। দেখুন আমোস ১:৩ আয়াত ও নোট।

৩:১৩ তোমার বান্দাদের উদ্ধার করতে। আল্লাহ্ কেনানের জাতিগুলোর বিপক্ষে লড়াই করেছিলেন (আয়াত ১২), কিন্তু তিনি তাঁর লোকদের ঠিকই উদ্ধার করেছিলেন। *রক্ষা করতে।* তাঁর অভিষিক্ত লোকদেরকে বিজয় দানের মধ্য দিয়ে তিনি তাদেরকে রক্ষা করলেন। *অভিষিক্ত লোক।* নিয়মের অধীন ইসরাইল জাতি ("তোমার লোকেরা"; জবুর ২৮:৯ আয়াত দেখুন), "ইমামদের জাতি" (হিজ ১৯:৬ আয়াত দেখুন; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন), যাদেরকে আল্লাহ্ উদ্ধার করতে এসেছেন। তিনি দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং এই মহা ক্রোধ সম্পন্ন করতে গিয়ে (আয়াত ১২) তিনি দয়ার কথা স্মরণ করেছেন (আয়াত ২)। *দুষ্টদের দেশের নেতা।* ফেরাউন (হিজ ১৪:৫-৯ আয়াত দেখুন)।

তারা ঘূর্ণিবাতাসের মত আমাকে
ছিন্নভিন্ন করতে এসেছিল;
তারা দুঃখীকে গোপনে গ্রাস করতে
আনন্দ করতো।
১৫ তুমি তোমার ঘোড়ার পাল নিয়ে সমুদ্র
দিয়ে গমন করলে।
সেই মহাজলরাশি দিয়ে গমন করলে।
১৬ আমি শুনলাম, আমার অন্তর কাঁপতে
লাগল,
সেই শব্দে আমার ওষ্ঠাধর কেঁপে
উঠলো,
আমার অস্থিতে পচন প্রবেশ করলো,
আমি স্বস্থানে কাঁপতে লাগলাম,
কারণ আমাকে বিশ্রাম করতে হবে,
সঙ্কটের দিনের অপেক্ষায়,
যখন আক্রমণকারীরা আসবে লোকদের
বিরুদ্ধে।

[৩:১৫] আইউ ৯:৮।

[৩:১৬] আইউ ৪:১৪।

[৩:১৭] যোয়েল ১:১০-১২, ১৮।

[৩:১৮] জবুর ৯৭:১২; ইশা ৬১:১০; ফিলি ৪:৪।

[৩:১৯] দ্বি:বি ৩৩:২৯; জবুর ৪৬:১-৫।

১৭ যদিও ডুমুর গাছ পুষ্পিত হবে না,
আঙ্গুরলতায় ফুল ধরবে না,
জলপাই গাছ ফলদানে ব্যর্থ হবে,
ও ক্ষেতে খাদ্যদ্রব্য উপন্ন হবে না,
খোঁয়াড় থেকে ভেড়ার পাল উচ্ছিন্ন
হবে,
গোয়ালে গরু থাকবে না;
১৮ তবু আমি মাবুদে আনন্দ করবো,
আমার নাজাতের আল্লাহ্‌তে উল্লসিত
হবো।
১৯ সার্বভৌম মাবুদ আমার বল,
তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণের মত
করেন,
তিনি আমার উচ্চস্থলীগুলো দিয়ে
আমাকে চলাচল করাবেন।
প্রধান বাদ্যকরের জন্য; আমার তারযুক্ত যন্ত্রে।

৩:১৪-১৫ লোহিত সাগরে মিসরীয়দের ধ্বংস সাধনের আরেকটি উল্লেখ। একইভাবে আল্লাহ্‌ বর্তমান দুশমনদেরও নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।
৩:১৫ ঘোড়াগুলো। আয়াত ৮ ও নোট দেখুন।
৩:১৬ পুরাতন ইসরাইলের পক্ষে আল্লাহ্‌র সমস্ত আশ্চর্য ও ভয়াবহ কাজ স্মরণ করে নবী হাবাক্কুক এই গজল রচনা করেছেন (আয়াত ৩-১৫), যা তাঁর অন্তরে এমন এক ভয় জাগিয়ে তুলেছে যে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে এর ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, ব্যাবিলনীয়রা এহুদার বিপক্ষে দাঁড়াবে এমন সংবাদ মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেয়ে (আয়াত ১:৫-১১) তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন – যে পর্যন্ত না তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নতুন করে কোন কথা শোনেন। *ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব*। ২:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; জবুর ৩৭:৭ আয়াত দেখুন। *আমাদের আক্রমণকারী*। ব্যাবিলনীয়রা।
৩:১৭ সম্ভবত এখানে ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণ ও ধ্বংস সাধনের ভয়ঙ্কর পরিণামের বিষয়ে বলা হচ্ছে।
৩:১৮-১৯ নবী হাবাক্কুক তাঁর ঈমানের শিক্ষা লাভ করেছেন (২:৪) – যে কোন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার উপরে নির্দ্বিধায় নির্ভর করা প্রয়োজন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, এমনকি যদি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারে তাঁর কষ্ট, নির্যাতন ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, তারপরও তিনি তাঁর উদ্ধারকর্তা আল্লাহ্‌তে আনন্দ করবেন – যা সমগ্র পাক কিতাবে ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য।
৩:১৮ আমি মাবুদকে নিয়ে আনন্দ করব। দেখুন জবুর ৩২:১১; ফিলিপীয় ৩:১; ৪:৪ আয়াত। *আমার উদ্ধারকর্তা আল্লাহ্‌কে নিয়ে খুশি হব*। দেখুন লূক ১:৪৭ আয়াত।
৩:১৯ আমার পা হরিণীর পায়ের মত করেন। অর্থাৎ মাবুদ আল্লাহ্‌ আমাকে দৃঢ় পদক্ষেপে চলার মত আত্মবিশ্বাস দেন (জবুর ১৮:৩৩ আয়াত দেখুন)। *কাওয়ালী পরিচালক*। সম্ভবত এই গজলটির সঙ্গীত যিনি পরিচালনা করবেন, তথা এবাদতখানার গজল পরিচালকের জন্য এই অংশটি। এই অধ্যায়টি মূলত এবাদতখানার উপযোগী মুনাজাতে রূপ দেওয়া হয়েছে, যেন তা বাদ্য যন্ত্রের সাথে সুরে সুরে গাওয়া যায় (১ খান্দান ১৬:৪-৭ আয়াত দেখুন)। *তারযুক্ত যন্ত্র*। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বীণা ও অন্যান্য তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র (জবুর ৩৩:২; ৯২:৩; ১৪৪:৯ আয়াত দেখুন)।